প্রিয় পাঠক-পাঠিকাগণ

BANGLADARSHAN.COM

পূর্ণেন্দু পত্রী

প্রিয় পাঠক-পাঠিকাগণ

প্রিয় পাঠক-পাঠিকাগণ!
এখন থেকে আমার কবিতায় তুমুল ওলোট-পালট।
আপনারা নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন
দমকলের ঘণ্টায় বেহদ্দ বেজে বেজে
বহু শব্দের গা থেকে খসে পড়েছে প্লাস্টার এবং পালিশ
একদিন সোফিয়া লোরেনের মতো মার-কাটারি ছিল যে-সব শব্দ
এখন গ্রন্থাবলীর অলিতে গলিতে তাদের হিঁজরে-নাচ।
অনেক সম্ভাবনাময় শব্দ পয়লা নম্বরের বখাটে মেরে গেছে
সেই সব আনুনো কলমের পাল্লায় পড়ে,
শব্দের পালকীতে চেপে
যারা কোনদিন বেড়াতে যায় নি ময়ূরভঞ্জের মেঘে।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকাগণ!
এখন থেকে আমার কবিতায় 'বাগান' দেখলেই বুঝবেন,
আমি বলতে চাইছি সূর্য-সম্ভব সেই ভবিষ্যতের কথা
যার ব্লু-প্রিণ্ট এখনো অন্ধকারের লালায় জবজবে।
আমি 'কাঁকড়া' লিখলেই বুঝবেন
আমার আক্রমণের লক্ষ্য সেই সব মানুষ
কুলকুচির পরও রক্তকণা লেগে থাকে যাদের মাড়িতে।
শোষণের বদলে আমি লিখতে চাই 'গণ্ডুষ'
কবির বদলে 'নুলিয়া'
এবং নারীর বদলে 'চন্দন কাঠ।'
আগুনের খর-চাপে মানুষের মগজ থেকে গলে পড়ছে মেধা
অথবা অতিরিক্ত মেধার চাপেই
রক্ত-ছাপে ভরে যাচ্ছে পৃথিবীর গৃহস্থের সাদা দেয়াল।
এই নষ্ট ভূদৃশ্যমালার দিকে তাকিয়ে আমাদের উচিত
'ভাগাড়' শব্দটিকে এমন সম্ভ্রান্ত ভঙ্গীতে উচ্চারণ করা
মনে হবে কটোপনিষদের কোনো মন্ত্র।

BANGLADARSHAN.COM

৭নং শারদীয় উপন্যাস

একটি কৃষক তার চ্যাটালো হাতের টানে আগাছা উপড়োয়
তার বৌ মরা ছেলে কাঁখে নিয়ে ধান ভানে তিনবেলা উপোসের পর
একটা মাটির হাঁড়ি এক মুঠো চাল পেয়ে দশজনের ফ্যান-ভাত রাঁধে
এই দৃশ্য ৭নং শারদীয় উপন্যাস হবে না কখনো।

৭নং শারদীয় উপন্যাস হতে গেলে কি কি থাকা চাই
৭নং শারদীয় উপন্যাস লিখতে পারে কে কে কুস্তিগীর
তার জন্যে কমিটি ও কমিটির প্রেসিডেণ্ট, সেক্রেটারি, ম্যানেজার আছে
কার্পেট-রাঙানো ঘরে ক্লোজ-ডোর কনফারেন্স আছে।

মানুষ ভীষণ দুঃখে আছে, আহা, বড় কষ্টে আছে
বদ্যিনাথবাবু, আপনি রামধনু গুলে এই দুঃখ-কষ্ট ঘোচাতে পারেন?
আপনার খিঁচুড়িটা, শশীবাবু, গতবারে ঈষৎ আনুনো হয়েছিল।
আপনি কি সেক্সের সঙ্গে ধম্মোটম্মো মেশাবেন সখারামবাবু?
মধুবাবু, আপনি তো কেল্লাফতে করেছেন গতবারে ন্যাংটো নাচ নেচে।
পাঁচকড়িবাবু, আপনি এবারে পড়ুন তো একটা ইয়া বড় মাকড়সার ডিম,
এমন ক্লাসিক কিছু রচনা করুন যাচে কোনরূপ মোদ্দাকথা নেই।

একটি শ্রমিক তার ফাটা প্যাণ্ট খুলে রেখে ছেঁড়া লুঙি পরে
তার বৌ একমাথা উকুন চুলকিয়ে নিয়ে বেচতে যায় ঘুঁটে
উনোনের পাড়ে বসে একগুচ্ছ মরা হাড় আগুনের স্বাদ খুঁটে খায়
৭নং উপন্যাস জীবনের এই সব ভাঙচুর লিখে ফেলে যদি
৭নং উপন্যাস হঠাৎ ঘামের সঙ্গে রক্ত মিশে অগ্নিকাণ্ড ঘটে যায় যদি
৭নং উপন্যাস যদি সব জাঁহাবাজ ঈশ্বরের খড়ে ও দড়িতে মারে টান
সেই ভয়ে ছয়খানা উপন্যাসে তৃপ্ত হয়ে আছে পুরু শারদীয়াগুলো।

BANGLADARSHAN.COM

বসন্তকালেই

শুনেছি বসন্তকালে বনভূমি অহঙ্কারী হয়।
অথচ আমার সব সোনাদানা চুরি হয়ে গেছে এই বসন্তকালেই।
বসন্তকালেই সেই কপোতাক্ষী রমণীর কুষ্ঠ হয়েছিল
যে আমাকে বলেছিল তার সব নদী, গিরি, অরণ্যের আমি অধীশ্বর।
খুদ-কুঁড়ো খুঁটে খাওয়া গরীবের ছিটেবেড়া থেকে
তোমাদের মেজেইক বাগানপার্টিতে এসে ফলার খাওয়ার
সনির্বন্ধ অনুরোধ এসেছিল বসন্তকালেই।

বসন্তকালেই আমি প্রধান অতিথি হয়ে পুরুলিয়া গেছি
বসন্তকালেই আমি ভূবনেশ্বরে গিয়ে কবিতা পড়েছি
বসন্তকালেই আমি আকাশের ছেঁড়া জামা সেলাই করেছি।
অথচ আমার সব সোনাদানা, জমি-জমা, কাপড়-চোপড়
স্মৃতি দিয়ে মাজা-ঘষা গোপনতা, অমর পরাগ
এবং বেসরকারী অস্ত্রাগার থেকে লুঠ গোলা ও বারুদ
ভিজে, ভেঙে, গলে, পচে, খসে, ঝরে, নষ্ট হচ্ছে
বসন্তকালেই।

BANGLADARSHAN.COM

ছেঁড়া-খোঁড়া

লোকালয় ছিঁড়ে-খুঁড়ে, ক্ষয়-ক্ষতি দুহাতে ছড়িয়ে
গেরিলা বাতাস গেছে নৈঋত কোণের দিক বেঁকে।
এখন কোথাও শব্দ নেই।
এখন কোথাও সুখ নেই।
রেডিও, টিভিতে শুধু
সংবাদের নানাবিধ ধানভানা আছে।
অনেক দিনের পর আকাশে ফুটেছে দুটি তারা।
বহুদিন আগেকার তিন ফোঁটা শিশিরের জল
হাতের তালুতে নিয়ে কচুপাতা জঙ্গলের একধারে সুখী হয়ে আছে।
অনেক দিনের পরে আকাশের ঘাঁটি থেকে মিলিটারি মেঘ
ব্যারাকে ফিরেছে বলে কার্ফু উঠে গেছে,
কার্ফু উঠে গেছে বলে ঘাসফড়িংয়ের ঝাঁক বেরিয়ে পড়েছে
বেড়ালের নখে-চেরা ওলোট-পালোট দৃশ্যে জাফরানের খোঁজে।
অনেক দিনের পরে জেগেছে রেলের ভাঙ বাঁধ,
আকাশের তাকিয়ায় চাঁদ
যদিও সর্বাঙ্গে তার নষ্ট-ভ্রষ্ট মানুষের মতো অপরাধ।

দুর্যোগ থেমেছে দেখে, এক হাঁটু সর্বনাশ ঠেলে
শহরে-জঙ্গলে আমি এসেছি আমার সব ছেঁড়া-খোঁড়া
পালক কুড়োতে।

BANGLADARSHAN.COM

মানুষগুলো এবং

মানুষগুলো ফাঁকা টেবিল পেয়ে গিয়ে
ভর্তি চৌবাচ্চার মতো টলমল।
গেলাসগুলো মানুষগুলোকে পেয়ে গিয়ে
সাবানের ফেনায় টইম্বুর।

আস্তে আস্তে মানুষগুলো হয়ে যায় ফিনফিনে গেলাস
গেলাসগুলো শ্যাগালের ছবির উড়ন্ত ছাগল।
আর টেবিলগুলো মেঘপুঞ্জময় অরণ্যের গাছ।

ওয়েটারগুলো ছুটে আসে।
উড়ন্ত গেলাসগুলোকে তারা পেড়ে আনে
চাঁদনীরাতের মকডাল থেকে।
জঙ্গলের গাছ কড়া ধমকানি খেয়ে
আবার হয়ে যায় করাত-কাটা কাঠের টেবিল।
আর মানুষগুলো, যারা এতক্ষণ ছিল গেলাসের,
সোনালী মাছের মত সাঁতার কাটে
পৃথিবীর হাড়হাভাতে হাওয়ায়।

আগুন নেভানো দমকলের ঘণ্টাগুলো চেঁচিয়ে ওঠে
—কে যায়?
—আজ্ঞে আমরা,
জলজ্যান্ত দিনের বেলাটা কোথায় যেন হারিয়ে গেল
খুঁজতে বেরিয়েছি গোটাকতক রাতপেঁচা।

BANGLADARSHAN.COM

ডাক্তারবাবু, আমার চশমাটা

ডাক্তারবাবু,
আমার চশমাটা বড় গোলমাল করছে আজকাল।
আপনি বলেছিলেন বাইফোকালের উপরেরটা দূরের
আর নীচেরটা কাছের দৃশ্যের জন্যে।
আমি দূরের দৃশ্যগুলোকে দেখতে পাই বেশ বড় হরফে
কাছের দৃশ্যগুলো যেন বর্জেইস।
সেদিন উপরে ওঠার জন্যে পা দিয়েছি একটা সিঁড়িতে
একটু পরেই বুঝতে পারলুম
সেটা নেমে গেছে এমন এক আস্তাকুড়ে
যেখানে ইঁদুর-ছুঁচো আর চামচিকেরাই নবাব।

আপনি তো জানেন, বাতাসের কি অবস্থা আজকাল
বাতাসের ভিতরে ঢুকে পড়েছে কত রকমের কলকব্জা,
হাতুড়ি, পেরেক, আলপিন, কফ্, থুতু, টক্‌চা বমি
এমন সব সাপের শিষ, কাপালিকের মন্ত্র–
যাক গে সে কথা।
এক একদিন একটু পরিষ্কার হাওয়া খাবো বলে
গলি-ঘুঁজি থেকে বেরিয়ে পড়ি বড় রাস্তায়।
আর বড়ো রাস্তায় নামলেই
নাক-মুখ থেৎলে গাছের দেয়ালে হোঁচট।
অথচ আপনি তো জানেন
কলকাতায় গাছ নেই।
কলকাতার মহীরুহরা মরে গেছে সেই বাপ-ঠাকুদ্দার আমলে।
গীর্জার চূড়োর মতো মহিমান্বিত সব গাছ
ঘণ্টা বাজাতো সকাল-সন্ধ্যে দুবেলা
মানুষের জন্যে শুভদিন প্রার্থনা করে।

ডাক্তারবাবু,
দূরের দৃশ্যগুলোই বা
এত স্পষ্ট দেখতে পাই কেন আজকাল?

BANGLADARSHAN.COM

তাহলে সেদিনের ঘটনাটা বলি।
কারা যেন গত্তো খুঁড়ে রেখে গেছে
গড়িয়াহাটার মোড়ে।
কার্বঙ্কলের ঘায়ের মত ছোট্ট এতটুকু গত্তো।
কী যে কৌতুহল হল, ঝুঁকে পড়লুম,
আর অমনি পরতে পরতে খুলে গেল
হাজার বর্গমাইল সুড়ঙ্গ।
ভিতরে বিস্তর সব মেসিনপত্তর, যন্ত্রোপাতি,
স্টেনো, টাইপিস্ট, কমপিউটার,
ছুরি-কাঠারি, আর সেই পুরনো কালের গিলোটিন।
বাঘের চোখের মতো লাল আলো সাদা আলো
জ্বলছে নিভছে,
নিভছে জ্বলছে।
একটা চৌকো মেশিন, অনেকটা গণ্ডারের মতো,
প্রশ্ন করল আরেকটা গণ্ডারকে
—পৃথিবীর শেষ শোচনীয় ভূমিকম্পটা হবে কোনখানে?
এশিয়া না আফ্রিকায়?
অমনি ধ্বক্ ধ্বক্, ধ্বক্ ধ্বক্ আগুনের ফুলকি
সাংঘাতিক সব যোগ-বিয়োগ,
অঙ্ক-কষাকষি।
চূড়ান্ত অপমৃত্যুর পর মানুষ পরবে কি রঙের জামা?
লাল না নীল?
গলায় কী রকম বকলস পরালে
মানুষের মনে হবে বেশ স্বাস্থ্যকর?
এই সব নিয়ে প্রচণ্ড গবেষণা চলেছে সেখানে।

ডাক্তারবাবু
যত তাড়াতাড়ি পারেন বদলে দিন চশমাটা।
কাছের এবং দূরের দুদিকেই খুব গণ্ডগোল।
আজকাল সাদা-সাপটা খবরের দিকে তাকালেও
আমি যেন দেখতে পাই

BANGLADARSHAN.COM

ভিটে-মাটি থেকে উচ্ছেদের ঢোল-সহরত নোটীশ
সামান্য দেশলাই কাঠি জ্বললে
দাউদাউ আগুন
ছারখার জনপদের হাড়-কঙ্কাল
আর সেই সব ছাল-চামড়া ছেঁড়া মুখ
যারা আমার প্রতিবেশী, প্রিয়জন
পরমাত্মীয়।

ডাক্তারবাবু,
আপনি কি লক্ষ্য করেছেন
আগে মানুষের সংসারে কত প্রজাপতি এসে বসতো
বালিসে, বিছানায়, ছাদের কার্নিশে, হৃৎপিণ্ডে
কুমারী মেয়েদের লতায়-পাতায়, কুঁড়িতে।
আজকাল লক্ষ্মীর পেঁচার মত অদৃশ্য হয়ে গেছে
সেই সব মৌটুসী,
যারা রাজকুমারের খবর পৌঁছে দিত রাজকুমারীকে।

BANGLADARSHAN.COM

এখন আর মানুষকে রাজমুকুটে মানায় না, তলোয়ারেও না
মানায় টেরিকটনের শার্টে, বেলবট্‌সে আর মাস-মাইনেয়।
আগে এক একদিনের আকাশ
পাছাপেড়ে শাড়ির রমণী সেজে
মানুষকে সবুজ করে তুলতো ঘাসের মতো
আদিঅন্তহীন।
যেদিকে মানুষের মুখ
এখন তার উল্টো দিকে উড়ে যাচ্ছে সমস্ত পাখি
জল এবং নৌকো।
রোদের ভিতরে গরাদের লম্বা লম্বা ছায়া।
আগে মানুষের একান্ত গোপনীয় অনেক কথাবার্ত্তা ছিল
নক্ষত্রদের সঙ্গে,
এখন মানুষের দীর্ঘতম রোদনেও
নক্ষত্রেরা নির্বাক।
গভীর শুশ্রূষা নামে কোনো ছায়া নেই কোনো হাতে

হাসপাতালেও নেই
আম-জাম-নারকেলের বনে নেই,
নেই বৃষ্টিবাদলে না সিন্ধুজলে
নেই সংবাদপত্রের পাঁচের পাতার সাতের কলমেও।

ডাক্তারবাবু,
যত তাড়াতাড়ি পারেন বদলে দিন চশমাটা
জীবিতকালের কুরুক্ষেত্রটাকে
তন্ন তন্ন দেখে নিতে চাই আমি।

BANGLADARSHAN.COM

গলদা চিংড়ির গান

নারী এবং নক্ষত্রদের নিয়ে ফুলঝুরি জ্বলেছে অনেক
এবার গলদা চিংড়ির গান।
সত্যি কথা বলতে কি সেই সব নারীরা
হলুদ গ্রীষ্মকালকে যারা সাদা করে রাখতো বেলফুলে
এখন গলদা চিংড়ির মতোই দুর্লভ।
সেই সব নক্ষত্রের গায়েও তিনপুরু মাকড়সার জাল
গীটার বাজিয়ে যারা গান গাইতো ছাদের কার্নিশে।

গলদা চিংড়ি, নারী এবং নক্ষত্র
সকলেরই মুখ এখন দূর সমুদ্রের সুপারমার্কেটের দিকে,
কিলো প্রতি ওজনে সেখানে প্রভূত পরিমাণ প্রফিট।

যখন গলদা চিংড়িরা ছিল
পটলের মত দোহারা আর টমাটোর মতো লাল ছিল নারীরা
পুরুষমানুষগুলোও পরিপুষ্ট ছিল কাশীর পেয়ারার মতো।
গীটার বাজানো নক্ষত্রদের হাত দিয়ে ভালো ভালো নারীর সঙ্গে
গোপন চিঠি চালাচালি ছিল মানুষের।
অদৃশ্য রুমালের গন্ধে রামধনু ফুটতো বুকের বৃষ্টিতে
দুধের উপর সরের মতো ভেসে বেড়াত সুখ।

চতুর্দিকে এখন বড় বিপজ্জনক বাঁক।
পেট্রোল-চালিত মানুষের হাতে অমোঘ স্টিয়ারিং
নারী, নক্ষত্র এমনকি গলদা চিংড়ির চেয়েও জরুরী ট্রাঙ্ককলের দিকে
ছুটে চলেছে সাত কোটী জামা জুতো আর টাইপিন।

BANGLADARSHAN.COM

আত্মচরিত

আমার বয়স ৪৮।
আমার মাথার প্রথম পাকা চুলের বয়স ২০।
এবং আমার স্নায়ুতন্ত্রীর ভিতরে স্তবকে স্তবকে সাজানো যে-সব স্মৃতি
তারা খ্রীষ্টপূর্ব ১০০০০ বছরের চেয়ে পুরোনো।

সর্বক্ষণ পাঁজরার আড়ালে মুখ লুকিয়ে থাকে যে-বিষাদ
একদিন তাকে জিজ্ঞেস করেছিলুম, কত বয়স হলো হে?
বললে, ২০০৬-এর কাছাকাছি এলে কানায় কানায় ৭০০ বছর।
কেননা দীর্ণ-বিদীর্ণ দান্তে তাঁর নিজের রক্তে কলম ডুবিয়েছিলেন
আনুমানিক ১৩০৬-এ, লা দিভিনা কোম্‌মেদিআ-র জন্যে।

স্তম্ভ এবং তরবারির বিরুদ্ধে
আমি নয়, কেননা আমি খুব বিনীত, প্রায় লতানে গাছের মতো নম্র
এমনকি যে কেউ যখন খুশী মচকে দিতে পারে এমনই রোগা পটকা,
স্তম্ভ এবং তরবারি এবং যে কোনো সুপারসোনিক গর্জনের বিরুদ্ধে
আমি নয়, আমার ভিতর থেকে তেড়ে-ফুঁড়ে জেগে ওঠে
কামান-বন্দুকের মতো শক্ত-সমর্থ এক যুবক।
ঐ যুবকটির সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয়েছিলো চতুর্দশ লুয়ের আমলে
১৭৮৯-এর প্যারিসে, বাস্তিল দুর্গের দরজার সামনে।

আমার বয়স ৪৮ কিংবা ৪৯।
কিন্তু আমার ভালবাসার বয়স ১৮।
যেহেতু আকাশের সমস্ত নীল নক্ষত্রের প্রগাঢ় উদ্দীপনার বয়স ১৮।
যেহেতু পৃথিবীর সমস্ত রূপসী নারীর
জ্যোৎস্না এবং অগ্নুৎপাতের বয়স ১৮।

BANGLADARSHAN.COM

আমরা

মৃত্যুর মুহূর্ত আগে
‘সভ্যতার-সংকট’—এর মতো তীব্র রক্তাক্ত আগুন
নিজের পাঁজরে যিনি জ্বালিয়েছিলেন,
আমরা তাঁহারই যোগ্য বংশধরগুলি
দৈনিকের মাসিকের বার্ষিকের নিউজপ্রিণ্টের
হলুদ মাঠের পরে গাণ্ডীবের ভাঙা বাঁট নিয়ে
খেলিতেছে অপূর্ব ডাংগুলি।

BANGLADARSHAN.COM

হৃদয়

হৃদয়ের ঘন-রক্তে ডুবে যাওয়া মানে কিন্তু
আত্মহত্যা নয়।
হৃদয়েরও খিদে আছে
মাছ-মাংস তারও ভালো লাগে।
হৃদয় ক্ষুধার্ত হলে, জীবনেরই ক্ষয়।

BANGLADARSHAN.COM

কাঠের দেয়াল

তোমাদের থেকে কিছু দূরে আছি
খুব দূরে নেই।
আমাদের মাঝখানে শতাধিক-ইস্ক্রুপের প্যাঁচ
আমাদের মাঝখানে পেরেকই তো হাজারখানেক
আমাদের মাঝখানে নক্ষত্র দেখার মতো ফাঁক-ফুটো নেই।
এই দুর্গে এক কোটী চীনের দেয়াল।
সবচে' সুখের কথা এই
কাঠের দেয়ালে ঘুন ধরে
কাঠের দেয়ালও জ্বরে মরে।
কাঠের দেয়ালগুলো উড়ে-পুড়ে গেলে
তুমি আমি কাছে এসে যাবো
তুমি আমি এক সঙ্গে পান-বিড়ি খাবো।

BANGLADARSHAN.COM

মাঝখানে

আমরা
রাস্তার ঠিক মাঝখানে।
এদিকের দেয়ালের গুটি-বসন্ত
ওদিকের খিলানে ফাটল।
আমরা
সময়ের ঠিক মাঝখানে।

এদিকের নদীতে ডুবে যাচ্ছে সকাল
এদিকের অরণ্যে পুড়চে তীর-ধনুক।
আমরা
ধ্বংসের ঠিক মাঝখানে।

তোমার মুঠোয় তবুও অশথের শিকড়
আমার চোখে তবুও রাজহাঁসের ডানা।
আমরা ইতিহাসের ঠিক মাঝখানে।

BANGLADARSHAN.COM

তোমাদের প্রত্যাশা এবং পতাকা

তোমাদের প্রত্যাশাকে এখনো পরিয়ে দিতে পারিনি
ঠিক রঙের জামা,
দিগন্তের যেদিকে আঙুল দেখিয়েছিল
তোমাদের পতাকা
এখনো পৌঁছিয়ে দিতে পারিনি সেখানে।

হাঁটতে হাঁটতে হাঁফ ধরেছে বুকে
গোপন ছুরির ঘাগুলো এখনো দগদগে।
একটু জিরোচ্ছি।

এইতো ঘুম ভাঙলো আকাশের
চোখে এখনো পিঁচুটি।
মুখ ধুয়ে, দাঁত মেজে, আলোয় কুলকুচি করে
ঠিকঠাক হয়ে নিক।
অরণ্যের শাঁখ বাজুক বাতাসে।

BANGLADARSHAN.COM

এইখানে, এই মুথো-ঘাসের মাদুরে
নিজেকে উলঙ্গ করে দিয়েছি আমি।
প্রত্যেক রোমকূপের ভিতর দিয়ে ঢুকে যাক
সাদা শিশির আর
লাল রোদ।
তারপর তোমাদের পতাকা এবং প্রত্যাশাকে
পৌঁছে দেবো
ঠিক মানুষের দরজায়।

গোল অগ্নিকাণ্ড

চৌকো এ্যাসট্রের ভিতরে
মাঝে মাঝে ঘটে যায় গোল অগ্নিকাণ্ড।
একটা আধমরা সিগারেট
দশটা মরা সিগারেটের সঙ্গে ফিস্‌ফিস্‌
তারপরই এগারোটা সিগারেট
আগুনের জামা পরে
রক্তমাখা সেনাপতির মতো জেগে ওঠে
ছাই-ভস্মের ময়দানে।
সোফায় হেলান-দেওয়া মানুষটি
অথবা
গম্বুজে হেলান-দেওয়া মানুষগুলো
কোনো না কোনো সময়ে ভুল করবেই।
আর তখনই
চৌকো এ্যাসট্রের ভিতরে
গোল অগ্নিকাণ্ড।

BANGLADARSHAN.COM

বন্ধুদের প্রসঙ্গে

কাছের বন্ধুরা ক্রমশ চলে যাচ্ছে দূরে
দূরের বন্ধুরা এগিয়ে আসছে কাছে।
আসলে কেউই সরছে না
বা মরছে না।
শিং এ আটকানো ডালপালার জট খুলতে খুলতে
আমিই খুঁজে চলেছি
একদিকে নক্ষত্র এবং আগুন
অন্যদিকে নগদ অভ্যর্থনা এবং উৎফুল্ল মাইক্রোফোন
এইভাবে ভাগাভাগি হয়ে গেছে বন্ধুরা।
আমি এখন চলে যেতে চাই
সেই সব বন্ধুদের পাশে
অবিকল যুদ্ধের বর্শাফলকের মতো
যাদের কপালের শিরা।

BANGLADARSHAN.COM

অক্ষর মালার কাছে

অক্ষরমালার কাছে নতজানু হয়ে আছি।

পুরনো এবং ছেঁড়াখোঁড়া শাড়ি-জামা-পাজামার বদলে
আমার স্ত্রী কিনে থাকেন ঝকঝকে বাসন।
মহৎ কিম্বা রক্তিম আলোর ভাবনা
বেচতে আসে না কোনো ফেরিওয়ালা।
সুতরাং নিজের হাতেই আমাকে খসাতে হয় নিজের ফাটল,
নিজের রক্তপাতের মাজাঘসায়
বাসী বাসনকে ঝকঝকে করতে হয় এঁটো-কাঁটা সরিয়ে।

এইভাবে
অক্ষরমালার কাছে নতজানু হয়ে আছি আমি।

BANGLADARSHAN.COM

অতিক্রম করে যাওয়া

অতিক্রম করে যাওয়া শিল্পের নিয়ম।
ঘুঁটের ছাপের মতো
ক্ষতচিহ্নে ছেয়ে গেছে জীবন, সময়
রক্তের জানালা ভেঙে
তবু সূর্যকরোজ্জ্বল বাঁশি ডেকে যায়
ঝড়ের রাতের অভিসারে।
অতিক্রম করে যাওয়া।
জীবনেরও নিশ্চিত নিয়ম।
পাহাড়ের চুড়োগুলো অতিক্রম করে গেছে
মেঘ!
কোনার্ক-রথের চাকা
বিংশ শতাব্দীর সীমা অতিক্রম করে চলে গেছে
আরো দূর শতাব্দীর কাছে।

BANGLADARSHAN.COM

তুমি খুব ভালবেসেছিলে
তুমি খুব কাছে এসেছিলে।
এখন তোমারও সৌধ ভেদ করে
চলে যেতে হবে
আরো বড় বেদনার
আরো বড় আগুনের আরতির দিকে।

অমিতাভর জন্যে ভালো খবর

অমিতাভ
তোকে আজ খুব ভালো একটা খবর শোনাব।
বসন্তদিনের যে পাখিটা গত বছর
কি তার আগের বছর
উড়ে গিয়েছিল সুটকেশ ভেঙে
ফিরে এসেছে গতকাল।
যখন ফিরে এল
ভয়ঙ্কর এক স্বপ্ন দেখছিলাম আমি।
খাঁ খাঁ আমলকী বনে উড়ে বেড়াচ্ছে
মৃত লাল ফড়িংদের ডানা
তাদের তাজা রক্ত আমসত্বের মতো চাটতে চাটতে
কাঠঠোকরারা হাসছে যেন মিলিটারীর কুচকাওয়াজ।
বাউলের পোশাক পরে
পায়ে নাচের তোড়াটা বাঁধতে গিয়ে দেখি
উল্লুকের দাঁত চিবিয়ে খাচ্ছে আমার একতারা।
ঠিক সেই সময়েই ফিরে এল বসন্তদিনের পাখি
আমার খরায় এবং খোপে।

তাকে পেয়েই অন্য এক গা-ছমছমে স্বপ্ন।
সে আমার মুখে মাখিয়ে দিচ্ছে আকাশ-চন্দন,
আর উত্তাল জলধ্বনির ভিতরে
নতুন এক পাহাড়ের মতো জেগে উঠছি আমি সমুদ্র ঠেলে।

BANGLADARSHAN.COM

আমাকে এখ্যুনি যেতে হবে

সাইকেল রিক্সায় চেপে আমাকে এখ্যুনি যেতে হবে
সূর্যের নিকটে।
যেহেতু আমার সাদা গাড়ি নেই, রণ-পাও নেই
যেহেতু আমার লাল গাড়ি নেই, বকস-আপিস নেই
যেহেতু আমার নীল গাড়ি নেই, পদোন্নতি নেই
সাইকেল রিক্সায় চেপে যেতে হবে
সূর্যের নিকটে।

মানুষ ও আকাশের মাঝখানে কোনো ব্রীজ নেই
পাড়াগাঁয়ে যে-রকম বাঁশের নরম নড়বড়ে
সাঁকো থাকে, সে-রকমও পারাপার নেই।
শিরীষ ছায়ায় ঢাকা এক ফালি স্টেশন অথবা
খুব সরু বাস স্টপও নেই কোনো নক্ষত্রের কাছে পৌঁছবার।
হঠাৎ জরুরি কোনো ইনজেকশন নিতে হয় যদি?
হঠাৎ বোধের নাড়ি ছিঁড়ে যদি রক্তপাত হয়?
হঠাৎ বিশ্বাস যদি নিভে যায় মারাত্মক ফুঁয়ে?
মানুষ তখন কার কাছে গিয়ে বলবে–বাঁচাও?

যেহেতু আমার সাদা সুটকেশে সব আছে, অগ্নিকণা নেই
যেহেতু আমার নীল পাশপোর্টে সব আছে,––––নেই
যেহেতু আমার খাঁকী হোল্ড-অলে সব আছে, অমরতা নেই
সাইকেল রিক্সায় চেপে আমাকে এখ্যুনি যেতে হবে
সূর্যের নিকটে।

BANGLADARSHAN.COM

মানুষের কথা ভেবে

মানুষের কথা ভেবে গাছ দীর্ঘ হয়।

মানুষের সমাজের ধুরন্ধর নাচা-কোঁদা দেখে
মানুষের স্বভাবের মড়ক দুর্ভিক্ষ দেখে দেখে
মানুষের চেতনায় কার যেন খড়্গের আঘাত দেখে দেখে
অবোধ শিশুর মতো বহু প্রশ্নে গাছগুলি
নিজেদের দীর্ণ করেছিল
ভীষণ লজ্জিত হয়ে গাছগুলি নুয়ে পড়েছিল
গাছের সমস্ত পাতা জলের ফোঁটার মতো ঝরে
গাছের সমস্ত ছাল বেদনায় ফেটে গিয়েছিল।

আকাশের এত কাছে
তবুও মানুষ কেন আকাশের মত সুস্থ নয়?
নক্ষত্রের এত কাছে
তবু তার রক্তশিরা
আঁধার জঙ্গল থেকে কেন শুধু খুঁটে নেয় ক্ষয়।
সমুদ্রের এত কাছে
তবু কেন এঁদোজল ঘাঁটবার প্রবণতা হয়?

এইসব তীক্ষ্ণ প্রশ্নে বহুদিন দীর্ণ হতে হতে
অবশেষে মানুষের উন্নয়নের কথা ভেবে
মানুষের চোখে এক মূল্যবান দৃষ্টান্তের অমরতা এঁকে
পুনরায় গাছগুলি দীর্ঘ হয়
আলোকিত হয়।
মানুষের মূর্খতার, নীচতার, আত্মম্ভরিতার
শব্দকে ছাপিয়ে গিয়ে
মালকোষ, ভৈরবীর শঙ্খধ্বনি হয়।

BANGLADARSHAN.COM

প্রতিভা যথেষ্ট নয় বলে

প্রতিভা যথেষ্ট নয় বলে
তল্‌তা বাঁশের মত লম্বা হয়ে ওঠার বদলে
তীর-ধনুকের মত বেঁটে হয়ে আছি।

ন্যাংটো হলে তোকে আমি দশ টাকা বক্‌শিস দেবো
রথের মেলায় গিয়ে ফুলুরি খাওয়াবো
ফুলুরি বা ফুলকো লুচি যা ভালোবাসিস।
আমার ল্যাংবোট হয়ে যদি তুই পরকাষ্ঠা দেখাতে পারিস
গোঁফ, দাড়ি, জুলফি কিনে, লাঠি-সোটা কিনে
তোকে আমি চৌকিদার, বরকন্দাজ অথবা কোটাল
যে-রকম মাতব্বর হতে চাস সে-রকমই কোট-প্যান্ট
জুতো কিনে দেবো।
জপের মালাদি যদি ঠিকঠাক ঘোরাতে পারিস
উড়োন-তুবড়ির মত তোকে আমি তুলে দেবো
আকাশের চড়ক-ডেঙায়।

BANGLADARSHAN.COM

প্রতিভা যথেষ্ট নয় বলে
লাট-সাহেবের মত লম্বা চওড়া হাওয়ার বদলে
ধুলোমাটি ঘাসে ঝড়ে জলে
চাষার লাঙল হয়ে আছি।

একটা ঘর ভাঙার পর

একটা ঘর ভাঙার পর
আরেকটা ঘর গড়া
এইভাবেই তো নিজের সঙ্গে
নিজের বোঝাপড়া।
ক্ষতির কাঁটায় যখন হাঁটা
বিপজ্জনক খুবই
বৃহত্তর ক্ষতির মধ্যে
কী নির্ভয়ে ডুবি।
সকল স্নেহ হারিয়ে যারা
ভিজে মাটির ভুঁয়ে
বৃক্ষলতার ঘনিষ্ঠতা
তাদের আছে ছুঁয়ে।
একটা ঘর ভাঙার পর
অন্য ভিটেমাটি
পাবো জেনেই পাথর ঠেলে
আগুন জ্বেলে হাঁটি।

BANGLADARSHAN.COM

ক্ষতি

চারিদিকে কী ভীষণ ক্ষতি হয়ে গেছে।
ফাঁসীর দড়ির মতো ক্ষয়-ক্ষতি শূন্যে ঝুলে আছে।
বড় বড় ইঞ্জিনের দাঁত
শুধু গর্ত খুঁড়ে যাচ্ছে
শুধু গর্ত খুঁড়ে যাচ্ছে
মানুষের বোধে, নাভিমূলে।

হৃৎপিণ্ডের সাড়া-শব্দ, হাসি-ঠাট্টা, পাশ-প্রমোশন
সব কিছু যথাস্থানে আছে।
তবুও মানুষ ঠিক মানুষের মতো স্থির নেই
তবুও মানুষ ঠিক মানুষের মতো সত্যে নেই
স্বপ্নে নেই
শৈশবেও নেই।
মানুষ যখনই এসে আয়নার কাছে মুখ রাখে
তক্ষশীলা ধ্বংস হয়ে যায়
উজ্জয়িনী ধ্বংস হয়ে যায়
তাম্রলিপ্ত ধ্বংস হয়ে যায়।

BANGLADARSHAN.COM

বুঝলে রাধানাথ

একটা সাইকেল থাকলে বড় ভালো হতো
বুঝলে রাধানাথ,
আরো ভালো হতো একটা মোটরবাইক থাকলে।
কাঠের বাক্সে কুতকুতে খরগোস
সে-রকম আতুপুতু দিনকাল নয় এখন।
আগে নিজের কাছে নিজের গড়গড়ার নলের মতো
লম্বা হয়ে শুয়ে থাকতো মানুষ।
এখন ৩৬ রকম বায়নাক্কা
বুঝলে রাধানাথ
মানুষের এখন ৫২ রকম উবু-জ্বলন্ত খিদে।

এক একটা মানুষের ড্রয়িংরুম এখন দিল্লীতে
বাথরুম ত্রিবান্দ্রামে
আর বেডরুম ৩২এ গুলু ওস্তাগর লেনে।
এক একটা মানুষকে এখন একই সঙ্গে সামলাতে হচ্ছে
মেথর, ম্যাজিস্ট্রেট এবং মন্ত্রী
টেলিফোন নামিয়ে রাখলে ট্রাঙ্ককল
ট্রাঙ্ককল নামিয়ে রাখলে টেলেক্স
টেলেক্স ফুরিয়ে গেলে টেলিগ্রাম।
ব্যস্ত স্টেনোর আঙ্গুলের মতো
এ থেকে ওয়াই
ওয়াই থেকে এফ
এফ থেকে জি কিংবা জেড পর্যন্ত
মানুষের মারদাঙ্গা দৌড়।

নিজস্ব রেলগাড়ি ছাড়া,
বুঝলে রাধানাথ
এস সব লাঞ্চ এবং ডিনার
এত সব ক্লাব, কনফারেন্স, সেমিনার
এত সব সিঁড়ি, সুড়ঙ্গ এবং রঙ্গীন চোরাবালির কাছে

BANGLADARSHAN.COM

ঝটপট পৌঁছনো বড় হাঙ্গামার ব্যাপার।
একটা এ্যামবাসাডার থাকলে বড় ভালো হতো
বুঝলে রাধানাথ
আরো ভালো হতো ছেলেবেলার শালিকের মতো
একটা পোষা হেলিকপটার থাকলে।

BANGLADARSHAN.COM

সাম্প্রতিক দিনকালগুলি

অনেক বিষয় নিয়ে লেখা হল। তাহলে কি বাকী?
রমণী বিষয়ে ঢের পাঁচালি হয়েছে, আর নয়।
আজকাল ফুলেরাও লজ্জা পায় স্তবস্তুতি শুনে।
মাকড়সা বা বাদুড়ের আতঙ্কজনক সব নৈপুণ্যও জানা হয়ে গেছে মানুষের।
আগেকার চেয়ে ঢের মশামাছি মোসাহেব বেড়েছে এখন।
নদী কি বেড়েছে একটিও? অথবা পাহাড়?
বরং আগের চেয়ে স্নেহভালবাসাহীন হয়ে গেছে জল।
বরং আগের চেয়ে আকাশ-পরিধি গিলে চিবোয় যেসব
সিমেণ্ট, পাথর, চুন, ইঁট, কাঠ তাদেরই গরম বাজার।
সবই লেখা হয়ে গেছে। তাহলে কি বাকী?

সূর্য আজ ভীষণ একাকী।
নিজের সাতটি ঘোড়া চলে গেছে সাতদিকে
আদা ছোলা ঘাস খুঁজে নিতে।
বেয়াড়া হয়েছে বটে সাম্প্রতিক দিনকালগুলি।
হৃতসর্বস্বের মত পার্লামেণ্ট ফাঁকা করে রেখে
তার সব চেয়ারেরা মাঠে চরে। এবং চনমনে
ভোরের আলোর মধ্যে নেমে আসে চক্রান্ত-গোধূলী।
আমরা মাছটি খাবো। আঁশ খাবে জনসাধারণ।
মহামান্যদের মুখে সবচেয়ে শুদ্ধতম সংলাপ এখন এইসব
সবচেয়ে মহত্তম সংকল্প এখন।

BANGLADARSHAN.COM

আমি আছি আমার শস্যে বীজে

আর কী দিয়ে পূর্ণ করবে তুমি
শূন্য আমার খাঁচা?
যার সমস্ত লুট হয়েছে তারও
ফুরোয়নি সব বাঁচা।
কলসী থেকে খেয়েছো শুষে জল
আগুনে ছুঁড়ে দিয়েছো মখমল
বিছানা থেকে কেড়েছো কম্বল
দুধের থেকে সর
আকাশে-মেঘে রটিয়ে বেড়োও তবু
—আমিই তো ঈশ্বর।
নিজের ঘাস চিবিয়ে খাও নিজে
আমি আছি আমার শস্যে, বীজে
তোমাকে আর দরকারই বা কী যে
দগ্ধ এ উদ্যানে।
সর্বস্বান্ত হয়েও তো কেউ কেউ
বাঁচার মন্ত্র জানে।

BANGLADARSHAN.COM

বৈরাগী হ

মনের মধ্যে ফাঁকা জমিন
সেইখানে এক টাটকা নবীন
ছোকরা এসে সমস্ত দিন
গান ধরেছে–বৈরাগী হ
বৈরাগী হ।
গান মানে ঐ একটা কলি
তার ভিতরেই সব কাকলি
সর্বনাশের সুরের থলি
খুলছে ঢালছে–বৈরাগী হ
বৈরাগী হ।
মন তুলেছে মস্ত নালিশ
তুই ব্যাটা কি জুতোর পালিশ
বাবুর পায়ের চেটোয় মালিশ
আর কতদিন?–বৈরাগী হ
বৈরাগী হ।

BANGLADARSHAN.COM

তোমার মধ্যে

তোমার মধ্যে নিষ্ঠুরতা ছিল
এনভেলাপে ভুল ঠিকানা তাই
তোমার মধ্যে ভালবাসাও ছিল
তারই আগুন জ্বালাচ্ছে দেশলাই।
তোমার মধ্যে ভালবাসাও ছিল
লাল হয়েছে ছুরির নীল ধার
তোমার মধ্যে নিষ্ঠুরতাও ছিল
উপড়ে দিলে টেলিফোনের তার।

BANGLADARSHAN.COM

নিহত হওয়ার পর

অমরতার গন্ধ দিয়েছিলে তুমি
এবং কাঁটাতারের মুকুট।
তোমার চুলের ভিতরে ছোট ছোট আগুনের শিখা
চিবুকের ভিতরে সেই সব মৃত প্রজাপতি
একদিন মানুষের বাগানে
যারা দেখিয়ে গেছে কত্থক নাচ।

আজন্ম ভিখারী এইভাবেই সম্রাট হয়।
পৃথিবী তার দিকে কিছুতেই তাকাবে না বলে
মুখ ঘুরিয়ে থাকে যখন,
সে তার সমস্ত রক্ত মাখা জামা কাপড়গুলোকে ছুঁড়ে
চীৎকার করে ওঠে
—এই যে আমি!
অমনি এক দ্বিতীয়-সূর্যের আলোয়
রাতগুলো হয়ে যায় দিন
আর পৃথিবীর হাড় কঙ্কালে
কোমল গান্ধারে বেজে ওঠে এক আশ্চর্য সরোদ।

নিহত হওয়ার পর
এইভাবেই জীবিত হয়ে ওঠে সূর্যালোক।

BANGLADARSHAN.COM

সোনার মেডেল

বাবুমশাইরা
গাঁ-গেরাম থেকে ধুলোমাটি ঘস্‌টে ঘস্‌টে
আপনাদের কাছে এয়েচি।
কি চাক্‌চিকন শহর বানিয়েছেন গো বাবুরা।
রোদ পড়লে জোছ্‌না লাগলে মনে হয়
কাল-কেউটের গা থেকে খসে পড়া
রূপোর তৈরী একখান্‌ লম্বা খোলস।
মনের উনোনে ভাতের হাঁড়ি হাঁ হয়ে আছে খিদেয়
চালডাল তরিতরকারি শাকপাতা কিচ্ছু নেই
কিন্তু জল ফুটছে টগবগিয়ে।

বাবুমশাইরা,
লোকে বলেছিল, ভালুকের নাচ দেখালে
আপনারা নাকি পয়সা দেন।
যখন যেমন বললেন, নেচে নেচে হদ্দ।
পয়সা দিবেন নি?
লোকে বলেছিল ভানুমতীর খেল দেখালে
আপনারা নাকি সোনার ম্যাডেল দেন।
নিজের করাতে নিজেকে দুখান করে
আবার জুড়ে দেখালুম,
আকাশ থেকে সোনালি পাখির ডিম পেড়ে
আপনাদের ভেজে খাওয়ালুম গরম ওমলেট,
বাঁজা গাছে বাজিয়ে দিলুম ফুলের ঘুঙুর।
সোনার ম্যাডেল দিবেন নি?

বাবুমশাইরা
সেই ল্যাংটো বেলা থেকে বড় শখ
ঘরে ফিরবো বুকে সোনার ম্যাডেল টাঙিয়ে।
আর বৌ-বাচ্চাদের মুখে
ফাটা কাপাসতুলোর হাসি ফুটিয়ে বলবো–

BANGLADARSHAN.COM

দেখিস! আমি মারা গেলে
আমার গা থেকে গজাবে
চন্দনগন্ধের বন।
সোনার ম্যাডেল দিবেন নি?

BANGLADARSHAN.COM

শব্দের বিষয়ে

শব্দের বিষয়ে আরো অনেক কথা বলতে পারি
তোমাদের।
অনেক মানুষ ছেলেবেলার তীর-ধনুক হারিয়ে
এখন শব্দগুলোকে এমনভাবে সাজায়
যেন বেজে উঠবে এক অপরাজেয় টংকার।

অনেক মানুষ শব্দের সঙ্গে মিশিয়ে দেয় গোলাপজল
আর বেলকুঁড়ি।
তাদের সরবতে এ্যাকোয়ারিয়মের সোনালী মাছের মতো
ভেসে বেড়ায় সাদা বরফের কুঁচি।

আর কিছু কিছু মানুষ
শব্দের গায়ে ছেনী-হাতুড়ি ঠুকে ঠুকে
গড়ে চলেছে মহামহিম ভাস্কর্য।
তুমুল সব ঢেউ-এর পাহাড় সেখানে নক্ষত্রদীপ্তির মতো স্থির।

BANGLADARSHAN.COM

শব্দের বিষয়ে আরো অনেক কথা বলতে পারি
তোমাদের!
কেননা দীর্ঘদিন শব্দই আমার স্নানের জল
এবং নদীর ওপারে যাওয়ার ভ্রূক্ষেপহীন নৌকো।
গাছের পাতার এপিঠ যেমন নিবিড় জানে
তার উল্টো পিঠের জরিদার নক্‌শা
সেইভাবেই শব্দের সঙ্গে আমাদের চেনা পরিচয়।

তাঁরা

সাদা রঙের গাড়ি পেয়ে গেছেন তাঁরা
এবং কালো রঙের টেলিফোন
নীল রঙের পাশপোর্ট পেয়ে গেছেন তাঁরা
এবং লাল রঙের লাইটার।
সবুজ রঙের পাখিদের জন্যে
তামাটে রঙের খাঁচা
খাঁকী রঙের ভৃত্যদের জন্যে
হলুদ নোটীশবোর্ড।
অতএব
এঁরা এখন কিছুদিন ভুলে থাকবেন
জলপ্রপাতের ঝংকার
ভুলে থাকবেন
ঘাসপাতা ধুলোমাটিকর দয়াদাক্ষিণ্য
এমন কি ভুলে থাকবেন
মাটির ভিতরে বীজের চাপা গলার ফিসফাস
যতক্ষণ না পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঝলসে যাচ্ছে
আগুনের হৈ-হৈ হাসিতে।

BANGLADARSHAN.COM

স্বপ্নগুলি হ্যাঙ্গারে রয়েছে

মুহূর্তের সার্থকতা মানুষের কাজে আজ
বড় বেশি প্রিয়।
জীবনের স্থাপত্যের উচ্চতা ও অভিপ্রায়মালা
ছেঁটে ছোট করে দিতে
চতুর্দিকে উগ্র হয়ে রয়েছে সেলুন।
মানুষের ভাঙা-চোরা ভুরুর উপরে
চাঁদের ফালির মতো
আজ কোনো স্থির আলো নেই।
ছাতার দোকানে ছাতা যে-রকম ঝোলে
সেইভাবে মানুষের রক্ত ও চন্দনমাখা স্বপ্নগুলি
হ্যাঙারে রয়েছে।
মানুষের শোক দেখে
শোকার্ত হওয়ার মতো মানুষের সংখ্যা কমে গিয়ে
আগাছাই পেয়ে গেছে ভার
মহান বৃক্ষের হয়ে প্রক্‌সি দেওয়ার।

BANGLADARSHAN.COM

কেরোসিনে, কখনো ক্রন্দনে

জ্যোতির্ময় বিছানা তোমার
তুমি বৃক্ষে শুকাও চাদর
তোমার বালিশ থেকে তুলো
উড়ে আসে আশ্বিনে-অঘ্রাণে।

পশমের লেপ ও তোষক
মসৃণতা ভালোবাসো তুমি
আমাদের নখে বড় ধুলো
মাংসাশীর হাড়-কাঁটা দাঁতে।

তুমি সূর্য ঘোরাও আঙুলে
নক্ষত্র-শাওয়ারে করো স্নান
আমাদের হ্যারিকেন জ্বলে
কেরোসিনে, কখনো ক্রন্দনে।

BANGLADARSHAN.COM

মানুষ পেলে আর ইলিশমাছ খায় না

আমি খুব চিকেন খেতে ভালোবাসি
চিকেনগুলি নানা-নর্দমা খেতে ভালোবাসে
নালা-নর্দমাগুলো ভালোবাসে কলকাতার চিতল-পেটি অ্যাভিনিউ
অ্যাভিনিউগুলো ভালোবাসে সমুদ্র-কাঁকড়ার মতো ঝাঁকড়া গাছের কাবাব।
তবে কলকাতার এখন ডায়াবেটিস।
কলকাতার ইউরিনে এখন বিরানব্বই পার্সেণ্ট সুগার।
কলকাতার গলব্লাডারে ডাঁই ডাঁই পাথর।
গাছপালা খেয়ে আগের মতো হজম করতে পারে না বলে
কলকাতা এখন মানুষ খায়।
আগে বছরে একবার কোটালের হাঁক পেড়ে
নদীগুলো ঢুকে পড়তো গ্রাম-গঞ্জের তলপেটে;
ভাঙা-তক্তাপোষ থেকে ঘুমন্ত বৌ-বাচ্চাদের তুলে নিয়েই
লাল-ঘূর্ণীর হেঁসেলে।
এখন নদীর দেখাদেখি বড় বড় হাইওয়ে
হাইওয়ের গণ্ডারদের দেখাদেখি ইলেকট্রিক ট্রেনের চিতাবাঘ
ডাঙার চিতাবাঘের দেখাদেখি আকাশের পেট্রল-চালিত ঈগল
সকলেরই মানুষ খাওয়ার খিদে বেড়ে গেছে সাঁই সাঁই।

কেবল কলকাতা নয়
পৃথিবীর সমস্ত বৈদ্যুতিক শহর
এখন মানুষ পেলে আর ইলিশমাছ খায় না
তরতাজা যৌবন পেলে ছুঁয়ে দেয় হ্যামবার্গারের ডিস
পোর্সেলিনের বাটিতে হাড়-মাস-ভাসানো সরল স্যুপ পেলে
মাদ্রিদ থেকে মোরাদাবাদ
তেহেরান থেকে ত্রিপুরা
গের্নিকা থেকে গৌহাটির
শিয়াল-শকুনের মুখে
বিসর্জনের রঘুপতি খিলখিল করে হেসে ওঠেন যেন।

BANGLADARSHAN.COM

আমাদের বাড়ী ছিল

আমাদের বাড়ী ছিল নদীর ওপারে
নদীর ওপারে ছিল বিকেলের লাল
বিকেলের লালে ছিল বাতাবী বনের
যাবতীয় দুঃখ কষ্টগুলি।

আমাদের নদী ছিল হাতের কাছেই
আমাদের হাতে ছিল বহু ছেঁড়া খাম
খামের ভিতরে ছিল বাতাবী বনের
যাবতীয় দুঃখ কষ্টগুলি।

আমাদের বাড়ী ছিল মেঘের গায়েই
মেঘের ভিতরে ছিল দোয়াত কলম
দোয়াত কলমে ছিল বাতাবী বনের
যাবতীয় দুঃখ কষ্টগুলি।

BANGLADARSHAN.COM

আগুনের কাছে আগে

হৃদয়ের কাছে আমি আগে কত গোলাপ চেয়েছি
এখন পাঁউরুটি চাই, সিমেন্টের পারমিট চাই।
সেই রমণীর কাছে আগে কত ভূস্বর্গ চেয়েছি
এখন দেশলাই চাই, হাতপাখা, জেলুসিল চাই।

আগুনের কাছে আগে মানুষেরা নতজানু ছিল
মানুষেরা সর্বোত্তম প্রার্থনায় বিস্তীর্ণতা ছিল;
আমাকে এমন জামা দাও তুমি, এমন পতাকা
হীরের আংটির মতো মূল্যবান এবং মহান।
আগুনের কাছে এসে এখন মানুষ করযোড়ে
ভোট চায়, কমিটির ডানলোপিলো-আঁটা গদি চায়
মহিষাসুরের নীল খড়্গ চায়, অথবা পিস্তল।

মানুষ মেঘের কাছে আগে কত কবিতা চেয়েছে
এখন পেট্রোল চায়, প্রমোশন, পাশপোর্ট চায়।

BANGLADARSHAN.COM

তোমার স্তনের পরে হাত রেখে

তোমার স্তনের পরে হাত রেখে সেই ঘুম
এখনো ভাঙেনি।

আমার ভিতর দিয়ে গাছেরা স্বচ্ছন্দে হেঁটে যায়
কাঠবিড়ালির মতো লুকোচুরি খেলা করে মেঘ।
ইস্পাত-গলানো বহু কারখানা, রেলের লাইন
আমার ভিতর দিয়ে, পাহাড়ে-পাহাড়ে বিস্ফোরণ।
সমস্ত পায়ের শব্দ শুনি আমি
পৃথিবীর সমস্ত চিৎকার
অন্তঃস্বত্ত্বা নদীদের জলধ্বনি, জয়ধ্বনি সবই।

তোমার স্তনের পরে হাত রেখে সৃষ্টি-কলরোল
অপারেশনের মতো সেই এক স্বাস্থ্যকর ঘুম
এখনো ভাঙেনি।

BANGLADARSHAN.COM

কথা ছিল না

কাল রাত্তিরে
সূর্যের মুখে ফুটে উঠেছিল
হো-চি-মিনের হাসি।
অথচ কাল রাত্তিরে
সূর্য ওঠার কথা ছিল না।

পরশু বিকেলে
সাত বছরের কালো গোলাপটা
থেঁৎলে গেলে
ইস্পাতের লরীতে।
অথচ কালো গোলাপটার
ফুটপাতে ফোটার কথা ছিল না।

BANGLADARSHAN.COM

আজ সকালে
বন্দুকের শব্দে সাদা হয়ে গেল
সবুজ বন।
অথচ মানুষের মুঠোয়
বন্দুক থাকার কথা ছিল না।

॥সমাপ্ত॥